যুগান্তর

তারিখ ... 22 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

বিনামূল্যের পাঠ্যবই

বছরের প্রথম দিনেই হাতে তুলে দিতে হবে

২০১০ সাল থেকে ১ জানুয়ারিতেই শিশু শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন বই তুলে দেয়ার যে রীতি চলে আসছে, আগামী বছর কি সেই রীতি রক্ষা হবে? এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এ কারণে যে, বিনামূল্যের ৩৫ কোটি পাঠ্যবই ছাপানোর কর্মযজ্ঞটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে কি-না, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, এই বড় প্রকল্পটিকে কেন্দ্র করে জিম্মি হয়ে পড়েছে খোদ জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। সংকট দেখা দিয়েছে একটি বিদেশী লগ্নিকারী সংস্থা ও দেশীয় মুদ্রকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে। দুই পক্ষই চাচ্ছে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করে বই ছাপার কাজ শেষ করতে। বই ছাপার কাজে এনসিটিবি আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান করলে তাতে ভারতীয় মুদ্রকরাও অংশ নিয়েছিল। কিন্তু দেশের মুদ্রকদের একটি সিন্ডিকেট সরকার প্রস্তাবিত দরের চেয়েও ১০০ কোটি টাকা কম দর দাখিল করায় ভারতীয় মুদ্রকরা প্রতিযোগিতা থেকে সরে যায়। এতে দেশীয় মুদ্রকরা কাজ পেলে সমস্যা দেখা দেয় অন্যত্র। বাজার দরের চেয়েও কম দামে বই ছাপানোর দর দেয়ায় বিশ্বব্যাংক বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারা পুনঃটেন্ডার আহ্বান করে যৌক্তিক দামে কাজ দিতে এনসিটিবিকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে এনসিটিবি তাতে রাজি হয়নি। এ অবস্থায় বিশ্বব্যাংক তাদের নিজস্ব টিম দিয়ে পুরো মুদ্রণ প্রক্রিয়া তদারকের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সাফ কথা, ছাপার গুণগত মান যাচাই করেই তারা বিল পরিশোধ করবে। এ অবস্থায় ছাপা কাজের পুরো প্রক্রিয়াটি শ্লথগতি লাভ করে।

অনিয়ম, অব্যবস্থায় দুর্নীতি ইত্যাদি বাংলাদেশে এমন এক রূপ লাভ করেছে যে, কোমলমতি শিশু, তাও আবার তাদের শিক্ষার বিষয়টিও এসবের বাইরে থাকছে না। নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন বই হাতে পেলে শিশুরা যে অনির্বচনীয় আনন্দ পায়, সেই আনন্দ থেকে তাদের বঞ্চিত করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। আগস্ট মাস চলছে, জানুয়ারি আসতে এখনও চার মাসের বেশি সময় বাকি আছে। আমরা চাইব, পাঠ্যবই ছাপানোর কাজে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তার অবসান ঘটবে এবং খোদ শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত সময়ের আগেই ছাপার কাজ সম্পন্ন হবে। একইসঙ্গে বই ছাপানোর টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি থাকলে তাও খতিয়ে দেখতে হবে এবং সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিতে হবে ব্যবস্থা। বিশ্বব্যাংক যেহেতু টাকা দিচ্ছে, তাই কাজের মান নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলতেই পারে। এনসিটিবির উচিত হবে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করা। সবচেয়ে বড় কথা, পরিস্থিতি বর্তমানে যাই হোক, তা কাটিয়ে উঠে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ করতে হবে মুদ্রণ প্রক্রিয়া এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বই পৌঁছে দেয়ার কাজ।